

১৪৪০ হিজরীর ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মাওলানা আসেম উমর  
হাফিজাহুজ্জাহর পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি বার্তা-

## সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে

আন নাসর মিডিয়ার সকল পরিবেশনা একসাথে  
পেতে ভিজিট করুন- <https://justpaste.it/annasrbd1>

অনুবাদ ও পরিবেশনা



الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده! أما بعد

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنَ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا  
[عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا] { [الأحزاب: 13]

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا  
{ [الأحزاب: 22]

১৪৪০ মোতাবেক ২০১৯ এর এই ঈদকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত উম্মতের জন্য বরকতময় করুন! ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়ধারাও এর সাথে সাথে চলছে। আল্লাহ এই ঈদকে মাজলুম, বন্দী, মুহাজির ও মুজাহিদদের অন্তরের শীতলতা বানান! ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়ধারাকে আল্লাহ সমস্ত উম্মতের ইজ্জত ও সম্মানের মাধ্যম বানিয়ে দিন!

আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের পক্ষ থেকে এই সৌভাগ্যমণ্ডিত ঈদ ও ধারাবাহিক বিজয় উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমিরুল মুমিনীন শায়খ হিবাতুল্লাহ আখন্দজাদা, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী এবং জিহাদের ময়দানের সকল নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদদেরকে। শহীদ ও বন্দীদের পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ এই ঈদ ও বিজয়ধারাকে বরকতময় করুন। কারণ আপনাদের কলিজার টুকরোগুলোর কুরবানির বদৌলতে আজ উম্মত এই দিনটি প্রত্যক্ষ করছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর হামলার পরে যুগের ফেরাউন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। অহংকারে নিমজ্জি এই ইহুদীদের গোলাম বলেছিল: আমরা এই যুদ্ধে পিছু হটবো না। দুর্বলও হবো না। পরাজিতও হবো ন।

দুনিয়ার বস্ত্রবাদিরা তার এ কথার উপর নিশ্চিত বিশ্বাস করে বসেছিল এবং মদিনার মুনাফিকদের ন্যায় ঈমানদারদেরকে ভয় দেখাচ্ছিল: “হে ইয়াসরিববাসী! তোমাদের কোন স্থান নেই, তাই তোমরা ফিরে যাও।”

অর্থাৎ এখন তো জিহাদীদের কোনও আশ্রয়স্থল নেই। ডান্ডার জোরে প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের এখন কী হবে? এখন স্বয়ং আমেরিকা মাঠে নামছে। আমেরিকার মোকাবেলা কে করতে পারবে? এজন্য এখন জিহাদও থাকবে না, জিহাদের বাণী উচ্চারণকারী কেউও থাকবে না।

কিন্তু যার হৃদয় স্বীয় রবের উপর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল, সে আমেরিকান বোমাবৃষ্টির মাঝেই ঘোষণা করে দিল:

[هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا]

অর্থাৎ আফগানিস্তানে আমেরিকার আগমন হল আল্লাহ তা'আলার ঐ সকল ওয়াদাসমূহের একটি যে, আল্লাহ দুর্বল ও সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদের হাতে শক্তিশালীদেরকে লাক্ষিত ও নাস্তনাবুদ করেন।

আজ যুদ্ধের ১৮ বছর পার হওয়ার পর আল্লাহর সেই ওয়াদা দুর্বল মুসলমানদেরকে এই সংবাদ দিচ্ছে যে, আজও বদরের রণাঙ্গন প্রস্তুত করে আপনার সাহায্যের জন্য ফেরেশতাগণ আসমান হতে কাতারে কাতারে অবতীর্ণ হতে পারে।

২০০১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মাত্র ১৮ বছরে আফগানিস্তানে প্রভুত্ব দাবিকারী আমেরিকার কী অবস্থা হল? এত দ্রুত পতনের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গেল। যুদ্ধের হুমকিদাতা আজ নিজেই যুদ্ধবন্দির ন্যায় মিনতি করছে।

প্রশ্ন হল: আমেরিকার সে সকল সামুদ্রিক জাহাজগুলো কি ডুবে গেছে, যেগুলো সাত সমুদ্রের বুক চিরে পাকিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল? আমেরিকার সেই ড্রোনগুলো কি অন্ধ হয়ে গেছে, যেগুলো মাটির সাথে মিশে চলা পিঁপড়াও দেখতে পাওয়ার দাবি করে? আমেরিকান সেই বি ওয়ান ও বি টু তে কি জং ধরে গেছে, যেগুলো জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা করার ঘোষণা দিত?

মুসলিমদের এলাকাসমূহকে তোরাবোরা বানানোর হুমকিদাতা টেকনোলজীগুলোর কী হল যে, এখন নিজেদেরই তোরাবোরা বানিয়ে পালানোর জন্য তাড়াহুড়া করছে?

সব কিছু আছে, কিন্তু আমার রবের নীতি এই আধুনিক টেকনোলজীর যুগেও বহাল ও কার্যকর আছে। তিনি যখন অহংকারীদেরকে ধরেন, তখন তাদের উত্থানের সময়ই ধরেন,

যখন দাঙ্গিকরা নিজেদের শক্তির নেশায় ‘আনা রাব্বুকুমুল আলা’ (আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব) ঘোষণা করতে থাকে।

আর তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবও ধরার পর ঘোষণা করেন:

[ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ] [القصص]

তিনি যখন জালিমদেরকে ধরেন, তখন তাদের কোন শক্তি, কোন রাজনীতি ও কোন ব্যবস্থাপনাই তাদেরকে রাজাধিরাজ থেকে বাঁচাতে পারে না। আল্লাহ যেসকল অহংকারীদেরকে ধরেছেন, সকলকে তাদের উত্থানের সময়ই ধরেছেন।

[فَقَدْ مَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَنْبِئُهُمْ فَسَوَّاهَا . وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا]

তিনি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় করেন না। তিনি কোন শক্তির পাণ্টা একশনের ভয় করেন না। তখন তার কোন বাহিনীও তার কাজে আসে না এবং তার রাজত্বও তাকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারে না।

ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয় সুমসলিম উম্মাহর জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তার সবচেয়ে বড় দুশমনকে জিহাদী আক্রমণের মাধ্যমে এমন নাজেহাল করেছেন যে, সুপার পাওয়ারের বাহিনী লড়াই করতেই অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে। অন্যথায় ইহুদীদের নিকট কি টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে, যে তারা আমেরিকাকে অর্থদান বন্ধ করে দিয়েছে? যদি আমেরিকান ফৌজ লড়তে প্রস্তুত থাকত, তাহলে ইহুদীরা আজও তাদেরকে অর্থ দিতে পারত।

ইহুদীরা নিজেদের টেকনোলজী ও নিজেদের কল-কারখানা আমেরিকা থেকে সরিয়ে চীনে নিত না, যদি আমেরিকানরা নিজেদের সন্তানদেরকে এই যুদ্ধের ইন্ধন বানাতে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমেরিকান ফৌজ লড়াই করতে পরিস্কার অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

২০০১ এর আমেরিকাকে দেখুন, সে সময় সংবাদপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও টিভিতে যে সকল শব্দগুলো বলতে বলতে ফেনা তুলে ফেলা হত, তা স্মরণ করুন। তারপর এই আঠারো বছরের যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়ন করুন। তাহলে আল্লাহর শক্তির উপর মজবুত ঈমান এসে যাবে যে, আল্লাহ জিহাদের ময়দানে দুর্বলদের মাধ্যমে শক্তিশালীদেরকে পেটাতে এখনো সক্ষম।

আমেরিকার বিরুদ্ধে এই জিহাদ সেই অবস্থায় শুরু করা হয়েছিল, যখন ইমারাতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করে দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। তালেবানদের জমানো সকল পূর্জি শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ নেতা বন্দি অথবা শহীদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ওয়াদার উপর এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মাটিতে লুটিপুটি খাওয়া নিঃসম্বল বাহিনীকেই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দাঁড় করিয়ে দিবেন।

সে সময় মুজাহিদদের কত গ্রুপ এমন ছিল যে, তাদের সকলের নিকট ক্লাশনিকোভও ছিল না। বরং কারো নিকট কুড়াল, কারো নিকট পুরোনো দিনের তরবারি ইত্যাদি ছিল।

প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে মুজাহিদগণের ক্লাশনিকোভের গুলি আমেরিকান মোর্চাসমূহের সাথে আঘাত খেয়েই ঠাণ্ডা হয়ে যেত। সাধারণভাবে অবলোকনকারী ও বিশ্লেষকরা বলতে পারত যে, এ সকল ক্লাশনিকোভ দিয়ে কিভাবে আমেরিকার মোকাবেলা করা সম্ভব? কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনকারী এবং পরিণতির ব্যাপারে ভ্রক্ষেপহীন লোকেরা নিজেদের ফরজ আদায় করে এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাদের জন্য দু'টি পুরস্কারের যেকোন একটি অবশ্যই প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সুতরাং শক্ত পাথরের সাথে টক্কর দেওয়ার এই উন্মাদনা বাড়তে লাগল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানেরা নিজেদের উন্মতকে বাঁচানোর জন্য উত্তাল তরঙ্গের সাথে সজ্জাতে জড়াল, ডুবতে আর ভাসতে লাগল। আকাশের চক্ষুরাজী আত্মমর্যাদাশীলদের এই ভূমিতে এক নতুন ইতিহাস রচিত হতে দেখল।

একজন মুজাহিদ মাইন পোতার জন্য সড়কে গেল। অমনি ড্রোন বিমান মিসাইলের মাধ্যমে তাকে শহীদ করে দিল। তার খুলি উড়ে গেল। এটা দেখে অন্য মুজাহিদ মাইন নিয়ে সেই জায়গাতেই গেল। অমনি আরেকটি মিসাইল এসে বাতাসে শহীদের রক্তের খুশবু ছড়িয়ে দিল। তখন তৃতীয় মুজাহিদ চোখে দেখা মৃত্যুর দিকে তৃতীয় মাইন নিয়ে অগ্রসর হল। ড্রোন বিমান তাকেও তার স্থানে পৌঁছে দিল।

একের পর এক তিনটি শাহাদাত। তারা নিজেদের সাথীদেরকে নিজেদের চোখের সামনে শেষ হতে দেখে নিজেদের মিশন ছেড়ে পালান নি। জিহাদ থেকে তাওবা করে বসে পড়েননি। ফিরে গিয়ে নিজেদের লোকদেরকে জিহাদের ব্যাপারে এভাবে বিভ্রম করে তুলেন

নি যে, আমেরিকানদের সাথে টক্কর দিয়ে কী লাভ? আমেরিকান টেকনোলজীর মোকাবেলা করা কিভাবে সম্ভব? আমরা কোথায় আর তারা কোথায়? বরং চতুর্থ মুজাহিদ চতুর্থ মাইন নিয়ে একই জায়গায় গেলেন। ড্রোনও বিদ্যমান। তার চালকও ঘুমিয়ে যায়নি। সব কিছু ঠিকমত আছে। সমস্ত টেকনোলজী উপস্থিত। কিন্তু উক্ত মুজাহিদ মাইন নিয়ে সড়কে গেলেন, খনন করলেন এবং মাইন পুঁতে ফিরে এসে নিজের জায়গায় আমেরিকান কনভয়ের অপেক্ষা করতে থাকলেন।

স্থলপথে ও আকাশ পথে সর্বপ্রকার প্রহরার মধ্য দিয়ে কনভয় এগিয়ে চলল। অতঃপর একেকটি ট্যাংক মাইনের উপর আসতেই শূণ্যে উড়ে গেল।

এই জিহাদ এ সকল নজির বিহীন কুরবানির মাধ্যমেই সামনে অগ্রসর হয়েছে। একের পর এক কুরবানি। একেকটি মাইন পোতার জন্য তিন তিন জন মুজাহিদ নিজেদের জানের নজরানা পেশ করেছেন। নিশ্চয়ই এটা স্মরণীয় করে রাখার মত উপাখ্যান।

একজন একাকী মুজাহিদ একটি পাকিস্তানী মেশিনগান নিয়ে আমেরিকান কনভয়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তায় সোজা দাঁড়ানো। এই কনভয়টিকে ঠেকাবে, যাতে তার সাথীরা নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারে। ট্যাংক, বিমান, সাঁজোয়া যান সবকিছুর সামনে এক আল্লাহর সৈনিক একাকী দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু কোন আমেরিকানের পক্ষে তার মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। বরং কনভয় পিছনের দিকে পলায়ন করল। এটা ছিল রুওব (প্রভাব বা গাম্ভীর্য), যা আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ঐ সময়, যখন তার সৈনিক, তার নিকট প্রার্থনাকারী ময়দানে অবিচল থেকেছে এবং ধৈর্য্যরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

জনৈক মুজাহিদ পুরোনো যুগের রাইফেলের উপর ভাঙ্গা দুরবিন লাগিয়ে রোমাল দ্বারা তা জোড়া লাগাল। অতঃপর এক এক সপ্তাহ জঙ্গলে বসে শরীয়তের দুষমনদেরকে খুঁজে খুঁজে মারতে থাকল। সপ্তাহব্যাপী শুকনো রুটির টুকরো ও চা খেয়ে অতিবাহিত করে দিত।

একজন আল্লাহর বান্দী চব্বিশজন আমেরিকানকে মৃত্যুর জগতে পাঠিয়ে দিয়েছে। একটি পুরোনো যুগের বন্দুক ও ভাঙ্গা দুরবিন দিয়ে, যেটাকে সে নিজের রোমাল দিয়ে জোড়া দিয়েছে। এটা নব্য যুগের কাহিনী!

চল্লিশ রাষ্ট্রের বাহিনী এমনি এমনিই ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেনি। এখন আপনি কোন বিশ্লেষণ করবেন? যুদ্ধবিশ্লেষকদের নিকট জিজ্ঞেস করুন, এটা কেমন মোকাবেলা? যেখানে ড্রোন আছে, স্যাটেলাইট আছে। যেখানে কনভয় হেফাজতের জন্য সামনে পিছনে হেলিকপ্টার আছে। কিন্তু তারপরও মুজাহিদগণ তাদেরকে মারছে। এসকল ড্রোন, স্যাটেলাইট এবং বিমানের সামনেই।

যদি এটা এক-দু'দিনের ঘটনা হত, তাহলে বলে দেওয়া যেত যে, ড্রোন চালক ঘুমিয়ে গিয়েছিল অথবা নেশায় বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এটা তো সতের আঠার বছরের কাহিনী। এই আধুনিক টেকনোলজী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদেরকে ভীত করতে পারেনি। শাহাদাতের পর শাহাদাত উস্মতের মায়েদেরকে পিছনে হটাতে পারেনি। বরং নবীর শরীয়তের জন্য মায়েরা নিজেদের কলিজার টুকরোগুলোকে এই যুদ্ধে পেশ করতে লাগল।

ইতিহাস স্মরণীয় করে রাখবে, পশ্চিমা সভ্যতা নিজেদের সন্তানদেরকে এই যুদ্ধে পাঠাতে অক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উস্মতের মায়েরা একের পর এক নিজেদের সন্তানদেরকে রণসাজে সজ্জিত করে রওয়ানা করিয়ে দিয়েছে।

এ সকল কুরবানির বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা নিজের সাহায্য অবতীর্ণ করলেন। ফলে পরবর্তীতে এমন সময় আসল, যখন এক একটি ঘাটিতে আট দশটি করে আমেরিকান ট্যাংক ধ্বংস হতে লাগল। এখন আপনি একটু কোন যুদ্ধ বিশ্লেষককে বলুন তো যে, শুধুমাত্র এক জেলায় আটশো আমেরিকান ট্যাংক উড়ে গেছে। তাদের চিন্তাশক্তি একেজো হয়ে যাবে। কিভাবে এটা বিশ্লেষণ করবে?!

আল্লাহর নীতি এখনো কার্যকর ও বহাল আছে। [إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ] যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ এমন সাহায্য করবেন যে, দুনিয়া হতবাক হয়ে যাবে। আজও আল্লাহর নীতি বহাল আছে। এই যামানায়ও সেই এক ও একক আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ইনিল মুলকু ইল্লা লিল্লাহ।

এখনও এই ভূ-পৃষ্ঠের উপর তাঁরই রাজত্ব চলে। আজও পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জায়গা ও প্রতিটি অনু-পরমাণু তাঁরই হুকুমের অনুগামী। আল্লাহ তা'আলা নিজের খোদায়ীকে আমেরিকান

টেকনোলজীর হাতে ন্যস্ত করে দেননি। কেউ তাঁর বাদশাহির মধ্যে শরীক নেই। তাঁর কিতাবের নিম্নোক্ত আয়াত এখনো পর্যন্ত ঈমান ও ইয়াকীন ওয়ালাদের সামনে দ্বীপ্তিমান আছে।

[فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ]

তিনি নিজ দ্বীনের দুশমনদেরকে যখন যমীনে ধ্বসিয়ে দেন, তখন কোন ফৌজ বা সেনাবাহিনী তাদেরকে বাঁচাতে পারে না। তাঁর দ্বীপ্তিমান বাণী এই আধুনিক যুগের আলোকিত চিন্তার দাবিদারকে বলছে:

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  
[يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

হে স্বল্পতা ও আধিক্যের পিছে ধাবমান লোকেরা! হে জিহাদ থেকে উন্মতকে নিরাশকারীরা! হে ইসলামী মাদরাসাগুলোকে জাহিলী কৃষ্টি-কালচারের ময়লায় নিমজ্জিতকারীরা! আমেরিকার পূর্বেও সমস্ত ফায়সালা আল্লাহর হাতে ছিল এবং আমেরিকার পতনের পরেও সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব তাঁর হাতেই থাকবে। আমেরিকার পতনের পর এই ক্ষমতা চীন অথবা ভারতের কাছে স্থানান্তরিত হবে না। اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ। এটা কত চমৎকার আয়াত, যা এই যামানার শক্তির পূজারীদেরকে একথা বুঝাচ্ছে যে, হে বৈষয়িক শক্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণকারীরা! প্রথমে তোমরা বৃটিশদের ইবাদত করেছ, তার পতনের পর তোমরা আমেরিকার সামনে সেজদায় পড়ে গেলে। আর এখন যখন তোমরা দেখছ যে, আমেরিকান ভূত জিহাদের আঘাতের কারণে যমীনে লুটিপুটি খাচ্ছে, তখন দৌড়ে চীনের দিকে চলে যাচ্ছে। আল্লাহকে ছেড়ে, আল্লাহর দ্বীনকে ছেড়ে মুহাম্মদের উন্মতকে ছেড়ে এবং কোটি কোটি চায়না, তুর্কিস্তানী মুসলিমদেরকে ছেড়ে তোমরা চীনের সামনে বুকো যাচ্ছ। তার প্রশংসা করছ এবং তাদের গুণ-গান করছ। নিজের মুসলিম ভাইদেরকে ভুলে যাচ্ছ?

এই আয়াতই আল্লাহ ওয়ালাদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্ম দেয় যে, আমেরিকার পরে অন্য কাউকে সুপার পাওয়ার হতে দেখে পেরেশান হওয়া উচিত নয়। যেই আল্লাহর শরীয়তের জন্য তোমরা সমস্ত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়েছ, পূর্বে-পরে সমস্ত বিষয় তাঁরই হাতে। তিনি যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পেরেছেন, তখন তার পরের



দুশমনের ক্ষেত্রেও তাঁর শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে না। তার বাদশাহির মধ্যে কোন কমতি আসবে না। জিহাদ সর্বদা দ্বীপ্তিমান ও সতেজ থাকবে। যদি তোমরা জিহাদ করতে থাক, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

لَا يَزَالُ الْجِهَادُ خُلُوعًا أَخْضَرَ অর্থাৎ যারা জিহাদ করে, যারা এর জন্য নিবেদিত, তারা সর্বদা এমনসজীব-সতেজ থাকবে, যেন আজই এটা শুরু হয়েছে। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে না, দুর্বল হয়ে পড়বে না।

হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা! আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয় আর ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়, এটা সমস্ত উম্মতের বিজয়। নির্যাতিত ও দুর্বলদের জন্য এটা এক নতুন প্রভাতের সুসংবাদ। এটা দুর্বল মুসলমানদেরকে আল্লাহর এ আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয় : كُنْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً

অর্থাৎ অনেক এমন হয়েছে যে, দুর্বল দল শক্তিশালী দলের উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। যে আল্লাহ পূর্ববর্তীদের সাথে এই ওয়াদা করেছেন, বর্তমান ওয়ালাদের জন্যও তাঁর সেই ওয়াদা বাকি আছে।

আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয় এবং ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়, এটা উলামা ও তলাবাদেরকে বালাকোট ও শামেলীর আন্দোলন এবং রেশমী আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার শিক্ষা ছিল: ইলমে দ্বীনের বাহকরা কোন শক্তি ও ক্ষমতার সামনে মাথা বুকায় না। যেমন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা ওমর রহ. কোন শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। বরং শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য, ইসলামের এক আত্মমর্যাদা ও ইজ্জতের প্রতীককে বাঁচানোর জন্য সমস্ত কুফরীবিশ্বেরসাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেন।

এজন্য উলামা ও তলাবাগণ কুফরী শক্তির আবেদনের কারণে নিজেদের পাঠ্যসূচি ও নিজেদের দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না। চাই তা একটি সুন্নত বা একটি মুস্তাহাবই হোক না কেন। নিজেদের মাদরাসাগুলোর রূহকে হেফাজত করার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে। যেকোন মূল্যে নিজেদের মাদরাসাগুলোকে জাহিলী সভ্যতার ময়লা-আবর্জনা ও লর্ড ম্যাকলীর যাদু থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, এতে চাই উলামা ও তলাবাদের জান-মালের বা ঘর-বাড়ির যেকোন মূল্যই দিতে হোক না কেন।

সব কিছু দিবে, কিন্তু নিজেদের মাদরাসাসমূহের রুহে আচর লাগতে দিবে না। কারণ যদি মাদরাসাগুলো থেকে রুহ ই চলে যায়, তাহলে আর বাঁচানোর মত এমন কী বাকি থাকবে, যেটা হারানোর ভয়ে জিহাদ থেকে বাধা দেওয়া হবে?

ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়ধারা সমগ্র দুনিয়ার মুজাহিদদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, জিহাদের সফলতা ঐক্য ও একতার মধ্যে নিহিত। যদি ঐক্য না থাকে, তাহলে ইরাক ও শামের মত জলজ্যন্ত জিহাদের পেটে খঞ্জর বিদ্ধ করা হতে পারে। জিহাদী দলগুলোর মাধ্যমেই জিহাদের ফল নষ্ট করা হতে পারে। যদি জিহাদী জামাতগুলোর মাঝে ঐক্য থাকে, তখন সকল ষড়যন্ত্র তার সামনে ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্যথায় জিহাদ ও খিলাফাহর নামে খিলাফাহকেই জবাই করা হবে।

ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়গুলোর মধ্যে ঐ সকল লোকদের জন্য বড় উপদেশ আছে, যারা জিহাদের নামে দায়িশের ফাঁদে পড়ে গেছে এবং আজ বিশ্বশক্তিগুলোর হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে, জিহাদ ও খেলাফতের নামে বৈশ্বিক জিহাদকে দুর্বলতর করেছে। তাদের বুঝতে হবে যে, বিশ্বশক্তিগুলো আজ ইমারাতে ইসলামিয়ার জন্যও ইরাক ও শামের ফরমুলা প্রস্তুত করেছে। দায়িশের খঞ্জর উন্মতে মুহাম্মদীর পেটে বিদ্ধ করার জন্য উন্মুক্ত নাংগারহারের ময়দান চালু করেছে। খেলাফতের নামে খেলাফতকে জবাই করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। শাম থেকে দায়িশের নামে লোকদেরকে হেরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং হেরাত থেকে আমেরিকান হেলিকপ্টার দিয়ে নাংগারহারে পৌঁছানো হচ্ছে।

দায়িশের দলের যে সকল লোকেরা নিজেদেরকে মুখলিস মনে করে, তারা যেন ইরাক ও শামের পরে এখন আফগানিস্তানে যেসকল ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে চিন্তা করে। প্রশ্ন হল: এখন আফগানিস্তানে আমেরিকা পরাজিত হওয়ার পর দায়িশের জিহাদ কাদের বিরুদ্ধে হবে? আমেরিকা বের হয়ে যাওয়ার পর দায়িশকে নাংগারহারে কেন শক্তিশালী করা হচ্ছে? আমেরিকান হেলিকপ্টার ভরে ভরে লোকজনকে কেন সেখানে পৌঁছানো হচ্ছে? কেন দিন-রাত তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে? আফগানিস্তানে এখন কোন কুফর অবশিষ্ট আছে? তাহলে কি ইমারাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধেই এ সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে? এগুলো কি ইমারাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে? যেমনিভাবে শামে তাদের সকল জিহাদ, মুজাহিদদের

বিরুদ্ধে হয়েছে? মুজাহিদগণ নুসাইরীদের থেকে এলাকা বিজয় করতে যান। আর পিছন দিক থেকে দায়েশরা তাদের থেকে সেই এলাকা ছিনিয়ে আনতে যায়।

তারপর আজ শেষ পরিণতি কী হল? তা সবার সামনে স্পষ্ট। এমন জিহাদই কি আফগানিস্তানে করানো হবে? উম্মতের এই জেতা যুদ্ধকে দ্বিতীয়বার বিশ্বকুফরী শক্তিগুলোর হাতে নিলামে দেওয়া হবে?!

আল্লাহ তা'আলা ইমারাতে ইসলামিয়াকে হকের উপর অটল রাখুন এবং দায়েশী ফেতনা থেকে তাকে হেফাজত করুন! যদিও চেষ্টা-কৌশল পাঁচ বছর ধরেই চলছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আলহামদু লিল্লাহ প্রতিটি কৌশলই ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরাক ও শামের মত এখানে কাফেরদেরকে হাসার সুযোগ দিবেন না। বরং ইরাক ও শামেও আল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে সফলতা দান করবেন এবং এই দায়েশী ফেতনাকে চিরতরে নিঃশেষ করে দিবেন, যা জিহাদ ও খেলাফতের পেটে খঞ্জর বসিয়ে দিয়েছে।

এটা নিশ্চিত কথা যে, জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য এই চল্লিশ বছরের জিহাদে এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক ফেতনা। কাদিয়ানিরাও জিহাদের চেহারাকে এতটা বিকৃত করতে পারেনি, যতটা এই ফেতনা করে ফেলেছে।

আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! কামিয়াবী তাদের জন্যই, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথে চলে নিজেদের জিহাদকে জারি ও অব্যাহত রাখে। অন্যথায় এটা হল ফেতনার যামানা।

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

এটা সেই সময়, যখন মানুষ ফেতনার মধ্যে নিজের সব কিছু খোয়াবে। এমন ফেতনা, যা মুখ হা করে তাক করে বসে আছে। এজন্য নিজের জিহাদকে বাঁচান এবং ভেবে দেখুন, আপনি কী করছেন? কার সাথে জিহাদ করছেন এবং কী করছেন? প্রতিটি জিনিসকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরখ করুন। বড়দের কথা মানুন। তাদের আনুগত্য করুন।

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে হেফাজত করুন আর এই ঈদকে সুসংবাদের মাধ্যম বানান। পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

আস-সাহাব মিডিয়া সেন্টার, উপমহাদেশ

১৪৪০ হিজরী মোতাবেক ২০১৯ খৃষ্টাব্দ